অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

১৩-০৭-২০২৬, পৃষ্ঠা- ০৪

ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে নেহরীন খান অষ্টম স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠানে গতকাল রোববার বক্তব্য দেন অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ফটো রিলিজ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থা

■ সমকাল প্রতিবেদক

বক্তৃতায় মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বিলুপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে 'পুরোপুরি' আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। তিনি বলেছেন, রাজনীতিবিদরা এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের ওপর নিজেরাই অনাস্থা প্রকাশ করছেন, যা মোটেও ভালো কথা নয়।

গতকাল রোববার রাজধানীর বেসরকারি ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে নেহরীন খান অষ্টম স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। 'সাংবিধানিক সংস্কার ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক বক্তৃতায় বাংলাদেশের সংসদীয় ও সাংবিধানিক সংস্কারের একগুচ্ছ লিখিত প্রস্তাব দেন অধ্যাপক ফরাসউদ্দিন।

নেহরীন খান ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রয়াত আকবর আলি খান ও প্রয়াত হামীম খানের একমাত্র সন্তান। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার পর তিনি দেশে ফিরে ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ করেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ২০১৬ সালে ৩৯ বছর বয়সে তিনি মারা যান। ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর 'নেহরীন খান স্মৃতি তহবিল' নামে সাহিত্যিক সম্মাননা ও শিক্ষার্থীবৃত্তি দিয়ে থাকে।

স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, নির্বাচনব্যবস্থার সংস্কারসহ প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির ব্যবস্থা করা গেলে এ অবস্থার অনেকটা উন্নতি হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি একটি বৃহৎ 'ইলেকটোরাল কলেজ' গঠনের প্রস্তাব দেন। সেখানে সংসদ সদস্যদের পাশাপাশি ঢাকা মেট্রোপলিটন অথরিটির প্রতিনিধি, সিটি করপোরেশনের মেয়র-কমিশনার, জেলা-উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও থাকবেন। এ ছাড়া সব সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকা উচিত।

লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, বিগত সাতটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'উইনার টেকস অল' নীতির কারণে ভোটের ব্যবধান সামান্য হলেও আসনের ব্যবধান বহুগুণ বেড়ে যায়। ১০০ সদস্যের একটি উচ্চকক্ষ গঠনের প্রস্তাব দিয়ে তিনি বলেন, দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে উচ্চকক্ষে সদস্য নির্বাচিত হবেন। সংবিধান সংশোধন ও গুরুত্বপূর্ণ বিল পর্যালোচনার ক্ষমতা থাকবে উচ্চকক্ষের।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব দিয়ে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, ঘন ঘন 'ফ্লোর ক্রসিং' ঠেকাতে এই ধারা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন তা সংসদ সদস্যদের জন্য একরকম নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, সংবিধান সংশোধন, অনাস্থা প্রস্তাব ও অর্থবিল— এ তিন বিষয় ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের দলীয় হুইপের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত।

সাবেক গভর্নর ফরাসউদ্দিন বলেন, দেশে খেলাপি ঋণ ১৯৯০ সালে ছিল প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা। এই ঋণ বেড়ে বর্তমানে ৬ লাখ কোটি টাকা বা মোট ঋণের প্রায় ৩৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যা মোকাবিলায় খেলাপি ঋণের সুদ আলাদা হিসাবে রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, দেশে জিডিপি ১৯৭২ সালে ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে তা বেড়ে ৪৬০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩৬ সালের মধ্যে দেশ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শামস রহমান, অধ্যাপক ফকরুল আলম, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সোহরাব হাসান, ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও নেহরীন খান স্মৃতি তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এয়ার কমোডর (অব.) ইসফাক ইলাহী চৌধুরী।